যুগান্তর

NOV. 18 2001

তারিখ ... ...
পৃঃ ... ... কলাম ... ...

অধ্যক্ষ হত্যাকাণ্ড

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রবীণ শিক্ষাবি
গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, বিচলিত। ৫৮ বৎস
বয়স্ক এই মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষকের হত্যাকাণ্ডে বন্দরনগরী সঙ্গত কারণেই উত্তপ্ত হই
ঠয়াছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বন্দরনগরী চট্টগ্রাম বড় ধরনের সহিংসতা হইতে
না চলে মুক্ত ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচি
ট্টগ্রামের সেই আব্রুটুকু জামালখান রোডের ঘটনায় খসিয়া পড়িয়াছে। ইহা লক্ষণীয় যে
ই রকম একটি বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটনের জন্য দুর্বৃত্তরা এমন একটি দিনকে বাছি
য়, যেইদিন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিশেষ বৈঠক ছিল। আর এ
ঠকে যোগ দিতে চট্টগ্রামে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এব
লাকার মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান। অধিকাংশ সংবাদপত্রের বিবরণে একটি অভি
থ্য আসিয়াছে যে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা জড়িত বলি
লিশ দাবি করিয়াছে। পুলিশের মতে, হত্যাকাণ্ডটি পূর্বপরিকল্পিত। নাজিরহাট কলে
রিচালনায় নিজেদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে
মনকি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের কোন্ গ্রুপটি জড়িত পুলিশ তাহা
ল্লেখ করিয়াছে। জামায়াত-শিবির এই হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে। এ
ক্ষত্রে আমাদের বক্তব্য হইল কে বা কাহারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেই সম্প
াংবাদিকদের নিকট মৌখিকভাবে তথ্য সরবরাহ করিয়াই অনেক সময় পুলিশ দায়ি
ড়াইতে চায়। কিন্তু তাহাদের কাজ দুর্বৃত্তকে ত্বরিত গ্রেফতার করিয়া আদালতের নিক
সাপর্দ করা এবং সেই দুর্বৃত্ত যেই হোক না কেন। শিক্ষাবিদ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যাক
কান সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়। শিক্ষার আলো ছড়াইয়া দিতে তিনি তাহার জীবন উৎস
করিয়াছেন। তাহার শিক্ষকতার জীবন সুদীর্ঘ চার দশকের। সজ্জন ও সদালাপী হিসা
তনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এই কারণেই চলতি বৎসরের গোড়ায় অবসরে যাইব
হূর্তে তাহাকে দুই বৎসরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযা
কলেজের পরিচালনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে জামায়াতপন্থী ব্যক্তিবর্গ তাহার ভূমিকা
কখনও ভাল চোখে দেখে নাই। সাম্প্রতিককালে মামলা দায়ের করিয়া প্রয়াত শিক্ষক
অপদস্থ করিবার উদ্যোগও লওয়া হয়। দৃশ্যত এই পটভূমিতেই হত্যাকাণ্ডের সংঘটন। শ্র
ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, যিনি শ্রী গোপাল মুহুরীকে 'আমার শিক্ষ
বলিয়া এই মর্মে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, তাহার মৃত্যুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি
সম্মুখীন হইয়াছেন। এই ক্ষতি আসলেই অপূরণীয় এবং তা গোটা জাতির জন্যই। কা
নিবেদিতপ্রাণ অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের অভাব যে কত তীব্র তাহা আমাদের সকলেরই জানা
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী নিহতের বাসভবনে গিয়া জনতার রোষানলে পড়িয়াছেন উহা
অস্বাভাবিকতার কিছু নাই। দলমত নির্বিশেষে দেশের যে কোন বিবেকবান মানুষের মন
এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড আলোড়িত করিবেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হত্যাকারীদের ২৪ ঘণ্টার ম
গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ ইতিবাচক। কিন্তু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞ
হইতে আমরা জানি, আলোচিত হত্যাকাণ্ডের পর প্রায়ই কিছু লোককে চটজলদি গ্রেফ
করা হয় এবং প্রেসের আগ্রহ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ারও আর খোঁজ থাকে
আমরা আশা করিব, অধ্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তরা যাহাতে কোনক্রমেই রে
না পায়। অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক বিতর্কের ঘূর্ণাবর্তে যেন হত্যার বিচার প্রক্রিয়া থমকিয়া
যায়। জামায়াত চার দলীয় জোট সরকারের শরিক হওয়ায় পুলিশের অভিযোগে অধিক
স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়াও দেশব্যাপী নিগ্রহ ও নির্যাতনের যে পটভূমি
এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিল উহা সম্যক বিবেচনায় লইয়া সরকারকে আন্তরিকতা ও ক্ষিপ্র
এই মামলার দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করিবে। আমরা কঠোরতম ভাষায়